মানব মনস্তত্ত্বের কুরআনী ধারণা

(Qur'anic Concepts of Human Psyche)

মূল ইংরেজী বইয়ের সম্পাদনা

জাফর আফাক আনসারী

বাংলা অনুবাদ

ইমদাদুল হক

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

মানব মনস্তত্ত্বের কুরআনী ধারণা

(Qur'anic Concepts of Human Psyche)

মূল ইংরেজী বইয়ের সম্পাদনা
জাফর আফাক আনসারী

অনুবাদস্বত্ব ©
ইমদাদুল হক

প্রকাশনাস্বত্ব©
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মূল্য
২০০.০০ টাকা

ISBN

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
দোকান নং: ৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩য় তলা, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৪০০ ৪০৩ ৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৮
E-mail: biitpublications@gmail.com

পরিবেশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবান
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, মোবাইল: ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৪

Bengali version of *Qur'anic Concepts of Human Psyche* Edited by Zafar Afaq Ansari, Translated by Emdadul Haque, Published by BIIT Publications, 302 (Books & Computer Complex Market), 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, Phone: (+88) 01400403949, 01400 403958; E-mail: biitpublications@gmail.com, Price: BDT 200.00, USD $10

অনুবাদকের ভূমিকা

> তাকওয়া মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীরতার মধ্যে রয়েছে যা তীব্র সংকটের সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (সুরা আল-আনআম, ৬৩)

জাফর আফাক আনসারীর সম্পাদনায় 'মানব মনস্তত্ত্বের কুরআনী ধারণা' গ্রন্থটি অনবদ্য ছয়টি প্রবন্ধের সংকলন। বইটির প্রবন্ধগুলো মানব মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনাকে সন্নিবেশিত করেছে। বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানে মানব চিন্তার ইতিহাসে 'সাইকি' শব্দটির গভীর বিশ্লেষণের ওপর ড. আবছার আহমদের প্রবন্ধটি অনন্য। আল-কুরআনের আয়াতের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত তার যুক্তিগুলো আল্লাহর সাথে মানুষের আদিম চুক্তির বর্ণনা দেয়। মিসেস নওমানা আমজাদ আল-কুরআনে ব্যবহৃত চারটি শব্দ '*রূহ*', '*ক্বল্‌ব*', '*নফ্‌স্‌*' এবং '*আকল*'-র প্রেক্ষিতে মনস্তত্ত্ব এবং আল-গাজালি, শিহাব আল-দীন আল-সোহরাওয়ার্দি, ইবনে সিন্দ এবং মুল্লা সদর দ্বীন আল-সিরাজি-র মতো লোকদের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক মঞ্জুরুল হক ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে 'হৃদয়'-র বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ড. মাহ নাজির রিয়াজ আল-কুরআনে বর্ণিত ব্যক্তি ও সমাজের কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন নীতিগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। প্রফেসর আলাভী মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কাজী শামসুদ্দিন ধর্মের ধারণাটি বিভিন্ন ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

জ্ঞানের সীমাহীন ক্ষমতার আধার 'রূহ'-র সাথে কুরআনী পরিভাষা ক্বল্‌ব, নফ্‌স্‌ ও ফুয়াদ যুক্ত হয়ে মানব মনস্তত্ত্বের এক অকল্পনীয় সম্ভাবনার জগৎ তৈরি করে। অসীমের প্রতিভূ হিসেবে ঐশ্বরিক শৈলীতে সাজানো তার হৃদয়জগৎ অপরিমিত সম্ভাবনার। মানব মনস্তত্ত্ব বহুমাত্রিক আল্লাহ-চেতনার (তাকওয়া) দ্বারা সমুজ্জল হয়ে উঠে। নেতিবাচক চর্চার প্রেক্ষিতে এই অঙ্গগুলো মনস্তাত্ত্বিক অন্ধত্ব ও নানবিধ মানসিক রোগের কবলে পড়ে যায়। এ ধরনের অবস্থার লোকেরা 'চোখ দিয়ে দেখেনা, কান দিয়ে শোনেনা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি

করেনা'। (সূরা আরাফ, ১৭৯) যারা হৃদয়ের রসায়ন নিয়ে ভাবতে ভালোবাসেন তাদের জন্য বইটি ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেবে।

সৃজনশীল চিন্তা উস্কে দেয় এমন নানা উপাদানে ভরপুর এ বইটির অনুবাদের সুযোগ দেয়ার জন্য আমি বিআইআইটি পাবলিকেশন্স-এর ম্যানেজিং পার্টনার ড. এম আবদুল আজিজ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে বইটিতে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো অত্যন্ত জটিল। আক্ষরিক অনুবাদ যেমন অনুপযোগী ঠিক তেমনি ভাবানুবাদ আবার মূল পাঠের সাথে বেমানান। এমন অনেক বাক্যের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দীর্ঘ আলোচনায় যুক্ত হতে হয়েছে। এজন্য স্নেহের অনুজ ও সহকর্মী আল-মাহমুদকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। শত ব্যস্ততার মাঝেও বাংলা সম্পাদনার জন্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক মোঃ তাহাজ্জত হোসেন এবং প্রভাষক নারগিস মুন্নীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বইটি উৎসর্গ করতে চাই মরহুম মাওলানা তসলিম উদ্দিন (বাচ্চা হুজুর)-র প্রতি, যিনি একই সাথে আমার ও আমার মায়ের শৈশবের শিক্ষক। সেইসাথে যারা এই বইটির সমাপ্তির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টার জন্য উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

ইমদাদুল হক

নভেম্বর ২০২৩ — ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ

বিষয়বস্তু

ভূমিকা ০৭
জাফর আফাক আনসারী

মানব মনস্তত্ত্বের কুরআনী ধারণাসমূহ ২১
আবসার আহমেদ

ইসলামী আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মনস্তত্ত্ব ৪৩
নওমানা আমজাদ

হার্ট : মানব মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু ৬১
মঞ্জুরুল হক

আল-কুরআনে ব্যক্তি ও সমাজ ৭১
মাহ নাজির রিয়াজ

মানসিক স্বাস্থ্যের কুরআনী ধারণা ৯১
আব্দুল হাই আলাভী

মুসলিম ধার্মিকতার বিভিন্ন দিক: মানদণ্ড ১০১
কাজী শামসুদ্দীন মো: ইলিয়াস

ভূমিকা

আল-কুরআন, প্রাথমিকভাবে মানুষকে সঠিক বিশ্বাস এবং সৎ আচরণের দিকে পরিচালনা করে। পাশাপাশি এটি মানুষ এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টিও উপস্থাপন করে। আল-কুরআন মানুষের শারীরিক ও জৈবিক দিক ব্যাখ্যা করার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে না; অথবা অন্তত একথা বলা চলে যে, এগুলো আল-কুরআনের আলোচনার প্রধান বিষয় নয়। বরং আল-কুরআনের মূল আলাচ্য বিষয় হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি তথা তার সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলো-যে বিষয়গুলো মানুষ সম্পর্কে কুর'আনী বক্তৃতার কেন্দ্রীয় মূলভাব (Theme) গঠন করে। মানুষের এই অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিই হলো মানুষের মনস্তত্ত্ব বা Human Psyche। মানুষ সম্পর্কে আল-কুরআন কী বলে তা যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে চাই তাহলে এই 'হিউম্যান সাইকি' (Human Psyche) সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝা দরকার।

এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো সম্পর্কে আল-কুরআন যখন আলোচনা করে তখন একটি একক শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে 'রূহ', 'নাফ্স' এবং 'ক্বলব' এর মতো কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে। তাই আল-কুরআনে মানুষের ভেতরের প্রকৃতি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেভাবে বুঝতে হলে এই ধারণাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করা অপরিহার্য। পাশাপাশি এটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-আর তা হলো আল-কুরআনের এই ধারণাগুলোকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমতুল্য পরিভাষা হিসেবে বিবেচনা না করে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপটেই বুঝা উচিত। কেননা আমরা যদি এই পদ্ধতিগত সতর্কতা অবলম্বন না করি তাহলে সম্ভবত আল-কুরআনে বর্ণিত মানব মনস্তত্ত্বের (Human Psyche) মূল ধারণাগুলো উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হব। ফলে আমরা এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাব সেটা মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যে তাদের নিকটতম সমতুল্য ও সমার্থক হলেও আল-কুরআন মানব মনস্তত্ত্বের (Human Psyche) যে অর্থ প্রকাশ করতে চায় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে মানব মনস্তত্ত্বের কুর'আনিক ধারণার একটি স্থূল বিকৃতি ঘটতে পারে।

(১)

আল-কুরআনের দ্রুত ও ভাসা-ভাসা অধ্যয়নও একথা নির্দেশ করে যে, মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষের একটি বিশেষ অবস্থান আছে। মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনায় সকল জিনিসকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার যে সর্বজনীন পরিকল্পনা সেখানেও মানুষ ভিন্ন এক সত্তা। কারণ প্রাথমিকভাবে তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভিন্ন কিছু হওয়ার জন্য। এই পার্থক্য আল-কুরআনের অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি সাধারণ বিবরণ নিম্নরূপ:

> 'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফিরিশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পঁচা কাদা থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানবজাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' (১৫. সূরা আল হিজর: ২৮-২৯)

আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির বর্ণিত প্রক্রিয়াটি স্পষ্টভাবে একথা নির্দেশ করে যে, এই সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়াটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছার ফলাফল। এ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি মুহূর্ত ছিল। সেই মুহূর্তটি এসেছিল এই প্রক্রিয়ার একেবারে শেষ পর্যায়ে। তা হলো মানুষের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে একটি ঐশ্বরিক 'রূহ' প্রবিষ্টকরণ; যার মাধ্যমে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির ধারণা প্রথম এবং সর্বাগ্রে 'রূহ' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। রূহ কী? নবী (সা.) এর সময়ে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যার উত্তর পাওয়া যায় আল-কুরআনে। আল্লাহ বলেন,

> 'আর তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, রূহ আমার রবের নির্দেশ; এবং তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।' (১৭. সূরা আল ইসরা: ৮৫)

এটা স্পষ্ট যে, 'রূহ'-এর প্রকৃতি সম্পর্কে সরাসরি ও বিশদ উপলব্ধি এবং আলোচনা সহজলভ্য নয়। আমরা যদি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করে আল-কুরআনের এমন অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো দেখি, তাহলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তত কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

উপরিউক্ত সূরা আল-হিজর ও সূরা আল ইসরার আয়াতগুলো ছাড়াও সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া আল-কুরআনের আরো কয়েকটি জায়গায় বর্ণিত হয়েছে (দেখুন, আল-কুরআন, ২:৩০-৩৪, ৭:১১-২৫)। এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে যে বিষয়টি সাধারণ তা হলো, মানব প্রকৃতির একটি নিকৃষ্ট উপাদান রয়েছে। আর মানুষকে যে পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে উক্ত উপাদান তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে জ্ঞাত ছিল। যখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হবে এবং তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা নিযুক্ত করা হবে, তখন ফিরিশতাদের কাছ থেকে এই প্রস্তাব প্রথম প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। তারা বলেছিলেন:

> 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে?' (২: সূরা আল-বাকারা: ৩০)

মানুষ সৃষ্টির প্রস্তাব এবং ফিরিস্তাদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়ার এই অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। পরিবর্তনের কারণ হলো আদমের (আ.) মধ্যে 'রূহ' সঞ্চার করার পর তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ করা। একই ঘটনা সূরা আল-বাকারার ৩১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, সৃষ্টির এই পর্বের পর ফিরিশতাদেরকে আদমের (আ.) সামনে সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই জ্ঞান থাকা বা ঐশ্বরিক 'রূহ' প্রাপ্তির প্রমাণ মানুষকে তার নীচতার উৎপত্তি থেকে উন্নত মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তাকে তার নিকৃষ্ট প্রকৃতির নীচতা অতিক্রম করতে সক্ষম করেছে এবং আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হওয়ার যোগ্য একটি প্রাণীতে পরিণত করেছে।

তাহলে 'রূহ' কী? কেউ বলতে পারে যে, 'রূহ' হলো জ্ঞানার্জনের জন্য একটি বিশেষ সক্ষমতা। এ কারণেই এটিকে বারবার স্বয়ং আল্লাহর একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এমন একটি সক্ষমতা, যা মানুষকে তার শারীরিক ও জৈবিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেওয়া হয়েছিল। মানুষের নিয়তি ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়া। স্রষ্টা তাকে জ্ঞান শিক্ষা এবং জ্ঞান সৃষ্টির সামর্থ দিয়ে ধন্য করেছিলেন। আমরা যদি সূরা আল-বাকারার (৩০-৩৪) নং আয়াতের দিকে তাকাই তাহলে এটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা সেখানে মানুষের সৃষ্টির বর্ণনা রয়েছে।

প্রথমে আদমকে (আ.) সৃষ্টির প্রস্তাবের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়; 'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা সৃষ্টি করব।' (২. সূরা আল-বাকারাঃ ৩০)

দ্বিতীয় অংশটি আদমকে (আ.) জ্ঞান দান এবং ফিরিশতাদের সাথে তার মুখোমুখি হওয়ার সাথে সম্পর্কিত:

'আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন; তারপর তিনি সেগুলো ফিরিশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, এগুলোর নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (২. সূরা আল-বাকারাঃ ৩১)

তখন ফিরিশতাগণ এই বলে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে যে,

'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই।' (২. সূরা আল-বাকারাঃ ৩২)

আদমের (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের এই স্বীকৃতির পরই ফিরিশতারা তাঁর সামনে সিজদা করল। আদমকে (আ.) যা দেওয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 'আল্লামা আদামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি সীমিত সংখ্যক জিনিসের জ্ঞান ছিল না; আদমকে (আ.) সবকিছুর জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল (ওয়া আল্লামা আদামা আল-আসমা' কুল্লাহা)- 'তিনি আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়েছিলেন'। এ আয়াতাংশের অর্থ শুধু জ্ঞানের অপার এবং সীমাহীন সম্ভাবনা হতে পারে। আদমের (আ.) তুলনায় তাদের জ্ঞানের সীমা স্বীকার করার সময় ফিরিশতাগণ যা বলেছিলেন সেটিও এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। ফিরিশতাদের শুধু সেই জ্ঞান আছে যা তাদেরকে বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছিল। আদমকে (আ.) দৃশ্যত জ্ঞান আয়ত্ব করা তথা নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যা অন্যান্য প্রাণীর মতো সীমাবদ্ধতার অধীন ছিল না।

এই সীমাহীন জ্ঞানের সক্ষমতা ছাড়াও 'রূহ' এর সাথে জড়িত অন্তত আরেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হলো আল্লাহ সম্পর্কে অন্তর্নিহিত জ্ঞান। এই অন্তর্নিহিত জ্ঞান বিষয়ে আল-কুরআনের স্পষ্টভাষ্য এভাবে;

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে

> জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (এটা এজন্য করা হয়েছিল) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন না বলো যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'। (৭. সূরা আল-আ'রাফ: ১৭২)

আল্লাহ সম্পর্কে এ অন্তর্নিহিত চেতনা মানুষের মধ্যে সব সময় উপলব্ধ নাও হতে পারে। তাই আল-কুরআন দাবি করে যে, এই চেতনা মানুষের মনের গভীরতার মধ্যে প্রথিত রয়েছে এবং তীব্র সংকটের সময় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন আল-কুরআনে এসেছে-

> 'বল, বিনীতভাবে আর সংগোপনে যখন তাঁকে ডাক; তখন জল-স্থলের অন্ধকার হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে। (বিপদে পড়লে বলতে থাক) এ থেকে তুমি যদি আমাদেরকে রক্ষা কর তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (৬. সূরা আল-আন'আম: ৬৩)

(২)

'রূহ' মানুষের মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক এবং ঐশ্বরিক উপাদানগুলোকে নির্দেশ করে বলে মনে হয়। আর হৃদয়কে (ক্বলব) মনস্তাত্ত্বিক পরিচালনাকারী (Operating) অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এটি আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে বাস্তব কর্মক্ষমতায় রূপান্তরিত করে। ক্বলবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের সেই অনুষদ বা মানসিক সক্ষমতাকে প্রতিনিধিত্ব করে যা ব্যক্তিকে বিভিন্ন জিনিসের বাস্তবতা জানতে, বুঝতে, মূল্যায়নপূর্বক বিচার করতে এবং ভুল থেকে বাঁচতে সক্ষম করে তোলে। মানুষের সংবেদনশীল ক্ষমতাসহ ক্বলবের কার্যাবলি আল-কুরআনে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনাসমূহ ইঙ্গিত করে যে, নিম্ন স্তরের সংবেদনশীল অঙ্গ যেমন চোখ এবং কান যা করে, ক্বলব তার একটি সম্প্রসারিত উচ্চতর কাজ করে থাকে। যাহোক, যদি ক্বলবের কার্যাবলী অবরুদ্ধ হয় তাহলে সংবেদনশীল অঙ্গগুলো তাদের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের অবস্থার লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> 'তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে না, তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায় না' (৭. সূরা আল-আ'রাফ: ১৭৯)।

আল-কুরআন অনুসারে দেখা, শোনার মতো প্রায়শই উল্লেখ করা উপলব্ধিমূলক প্রক্রিয়াগুলোকে নিছক সংবেদনে হ্রাস করা যেতে পারে। এগুলো বিশেষ অর্থ প্রকাশ ছাড়াই উদ্দীপনা হয়ে উঠতে পারে। কারণ এমন অবস্থায় ক্বলব অবরুদ্ধ বা সিলগালা করা থাকে। এই প্রক্রিয়াটি আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-

> 'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে আছে আবরণ, আর তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি।' (২.সূরা আল-বাকারাঃ ৬-৭)

> '(তাদের প্রতি আল্লাহর অসন্তোষ নেমে এসেছে) তাদের ওয়া'দা ভঙ্গের কারণে, আর আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করার কারণে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে (আ.) হত্যা করার কারণে, আর 'আমাদের হৃদয়গুলো আচ্ছাদিত' তাদের এ কথা বলার কারণে-বরং তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন। যে কারণে তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনে না।' (৪.সূরা আন-নিসাঃ ১৫৫)

> 'এসব জনপদের কিছু বিবরণ তোমাকে জানালাম। তাদের কাছে তো তাদের রসূলগণ (আ.) স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু তারা আগেভাগেই প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল, এজন্য আর তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে সীল লাগিয়ে দেন।' (৭. সূরা আল-আ'রাফঃ ১০১)

> 'কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে, আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে। এর কারণ এই যে, তারা আখিরাত অপেক্ষা দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবাসে, আর আল্লাহ ঈমান প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সঠিক

পথ দেখান না। এরা ঐ সব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান আর চোখে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তারা বে-খেয়াল, উদাসীন।' (১৬.সূরা আন-নাহলঃ ১০৬-১০৮)

'তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না।' (৬৩.সূরা আল-মুনাফিকুনঃ ৩)

আল-কুরআনের বিবৃতি অনুসারে বিশেষ পরিস্থিতিতে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার অবরোধ ঘটে। যখন একজন ব্যক্তি সংঘাতময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং একটি বিশেষ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করে তখন সে আবেগগতভাবে প্ররোচিত ক্রিয়াগুলোকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। এই জাতীয় ব্যক্তি মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। একদিকে নৈতিক বিচারের দাবি এবং অন্যদিকে তাৎক্ষণিক, সীমাহীন এবং অযৌক্তিক পরিতৃপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা নিবারণ। তার বিশ্বাস এবং জীবন ধারার অনুশীলন সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। এই ধরনের লোকেরা তাদের বিবেক এবং প্রকাশ্য আচরণ বা কাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনুভব করেন। আচরণ হলো একটি সর্বজনীন প্রতিশ্রুতি। ফলে শীঘ্রই বিরোধের সমাধান করা এবং তাদের আচরণকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কাছে বিশ্বাস পরাস্ত হয়ে যায়। তাদের বিবেক এতটাই দুর্বল যে, তারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকতে পারে না এবং তারা যা অনুশীলন করছে তা দিয়ে এই পরিস্থিতির সমাধান করতে হবে একথায় বিশ্বাস করে না। বরং অন্য উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করে। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসকে এতটাই দমন করা হয় যে, এটি জীবনের সকল ব্যবহারিক অর্থ বা প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে 'ক্বলব'-এর কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে সুন্দরভাবে একটি হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে; 'সাবধান! শরীরে এক টুকরো মাংস আছে। যদি এটা সুস্থ থাকে তাহলে সমগ্র শরীর সুস্থ থাকে। আর এটি যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে সমগ্র শরীরই অসুস্থ হয়ে যায়; আর এটি হলো হৃৎপিন্ড (ক্বলব)।" (সহীহ বুখারি)

আরেকটি হাদিসে এই প্রক্রিয়াটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, 'যখন একজন বিশ্বাসী (মুমিন) পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে কালো দাগ পড়ে। যদি সে

তওবা করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তার অন্তর দাগহীন হয়ে যায়। আবার যদি সে পাপ করতে থাকে, তাহলে কালো দাগ বাড়তে থাকে। (ইবনে মাজাহ)। উল্লেখ্য, এখানে হাদিসটিতে কাফির বা অবিশ্বাসীদের দ্বারা সংঘটিত গুনাহের কথা বলা হয়নি। এটি বলা হয়েছে একজন বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে; যে ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও পাপ করে।

এটি মানব দেহের সেই স্থান যে স্থান সম্পর্কে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

> 'কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' (৮৩. সূরা আল-মুতাফফিফীন :১৪)

আল-কুরআন বলে; 'এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করেছিল, তারপর তারা বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না।' (৬৩. সুরা আল-মুনাফিকুন :৩)

অন্য জায়গায় বিষয়টি আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে;

> 'যে ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করেছে ও যারা তাদের অন্তরকে কুফরির জন্য উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয়; অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে অবিচল। এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তারাই গাফিল।' (১৬. সুরা আন-নাহল : ১০৬-১০৮)

তবে আনুষ্ঠানিক অর্থে যারা বিশ্বাসী আল-কুরআন 'হৃদয়ের সীলমোহর' প্রক্রিয়াটিকে তাদের জন্য সীমাবদ্ধ করেনি। অন্যান্য জায়গায় এটি সেই সকল লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রথম থেকেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর কারণ ছিল তাদের আবেগীয় বা মানসিক অবরোধ।

(৩)

রূহ এবং ক্বল্‌ব- এর মতো আল-কুরআনে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হলো নাফ্‌স্‌ যা মানব মনস্তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। সর্বনিম্ন স্তরে এটি জীবন এবং চেতনার মূলনীতিকে বোঝায়। এটি ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝায়। আল-কুরআন নাফ্‌স্‌কে তিন স্তরে বর্ণনা করেছে। আন-নাফ্‌স্‌ আল-আম্মারাহ বিস্‌সূ' (মন্দের দিকে প্ররোচনাকারী নাফ্‌স্‌), আন-নাফ্‌স্‌ আল-লাওয়ামাহ (পরিবর্তনশীল বা দোষারোপকারী নাফ্‌স্‌) এবং আন-নাফ্‌স্‌ আল-মুতমা'ইন্নাহ (প্রশান্ত নাফ্‌স্‌)।

আন্‌-নাফ্‌স্‌ আল-আম্মারাহ বিস্‌সূ এর প্রধান প্রভাব হলো জ্ঞানীয় (Cognitive) প্রক্রিয়াগুলোকে পঙ্গু করে দেওয়া। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এটিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে;

> 'তাদের হৃদয় আছে যা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চোখ আছে যে চোখ দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে না। তারা চতুস্পদ পশুর মতো; বরং তার চেয়েও বিভ্রান্ত। তারাই হলো গাফেল (অসতর্ক)।' (৭. সুরা আল- আ'রাফ : ১৭৯)

এ ধরনের লোকদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'সতর্কতা থেকে গাফেল' হওয়া, গাফিলতি করা এবং বিপথগামী হওয়া। আল-কুরআনে তাদের আচরণকে এমন ব্যক্তির মতো বর্ণনা করা হয়েছে যে চিন্তাহীনতা এবং নোংরামির দ্বারা আক্রান্ত। এগুলো সবই আন-নাফ্‌স্‌ আল-আম্মারাহ বিস্‌সূ এর বৈশিষ্ট্য।

> অন্যদিকে আন-নাফ্‌স্‌ আল-লাওয়ামাহ হলো অবিরাম সচেতনতার একটি অবস্থা। এটি পরিবর্তন এবং প্রবাহের অবস্থায় নাফ্‌স্‌কে নির্দেশ করে। এটি সর্বদা সচেতন এবং সতর্ক থাকে, ক্রমাগত নিজের ক্রিয়াকলাপ যাচাই করে এবং নীচ ও নিকৃষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে। নাফ্‌স্‌ এই অবস্থায় কখনই গাফিল এবং নিরাসক্ত হয় না। এই ধ্রুবক বিবাদ বা বিতর্ক আন-নাফ্‌স্‌ আল-মুতমাইন্নাহ-এর প্রথম স্তর। মহামহিম আল্লাহর কাছে আত্মার প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করার সময় আল-কুরআন এই শব্দটি শুধুমাত্র এক জায়গায় ব্যবহার করেছে, 'হে প্রশান্ত মন (নাফ্‌স্‌); তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও

সন্তোষভাজন হয়ে; অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও; এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।' (৮৯. সূরা আল-ফাজর: ২৭-৩০)

এটা দেখা যাচ্ছে যে, আন-নাফ্স্ আল-মুতমাইন্নাহ এর অবস্থা সত্যিই জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে হয়, যখন একজন ব্যক্তি খারাপের বিরুদ্ধে অবিরাম এবং জীবনব্যাপী সংগ্রামের পর বিজয়ী হয়। এ পর্যায়ে নাফ্স্ শান্তিতে থাকে। কারণ সমগ্র জীবনকে ঘিরে রাখা অবিরাম সংগ্রাম (আন-নাফ্স্ আল-লাওয়ামার অবস্থা) এখন বিগত হয়েছে এবং তার বিজয়ের মাধ্যমে ঝগড়ার সময় শেষ হয়েছে।

(৪)

আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ মাত্রাকে বোঝানোর জন্য আল-কুরআনে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ অর্থের প্রকাশভঙ্গিতে কিছুটা ভিন্ন। 'রূহ' হলো এমন ঐশ্বরিক উপাদান, যা মানুষের ওপর আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাকে অতি উচ্চ অবস্থানে রাখে। 'রূহ' জ্ঞান এবং আল্লাহ-চেতনার জন্য একটি সম্ভাবনা প্রদান করে। এই সম্ভাবনাটি জ্ঞান, চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির কেন্দ্রীয় অবস্থান ক্বল্‌বের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। আর সে কারণে কর্মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের সঙ্গতি রক্ষার জন্য 'ক্বল্‌ব' দায়ী। ক্বল্‌ব যদি সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে সচেতনতা এবং আত্মোপলব্ধিকে ধ্রুব অবস্থার দিকে পরিচালিত করার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক প্রবণতাগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে। অন্যদিকে 'অন্তরকে' (Heart) পরস্পরবিরোধী দাবির দ্বারা বশীভূত করা যায় এবং তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে পরাস্ত করা যায়। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে এক সময়ে এটি ক্বল্‌বকে অবরুদ্ধ করার দিকে নিয়ে যায়। ফলস্বরূপ একজন ব্যক্তির উপলব্ধিগত এবং জ্ঞানীয় (Cognitive) কার্যক্রম কমে যায়। সে আন-নাফ্স্ আল-আম্মারাহ বিস্‌সূ এর অধীন হয়ে যায়। তার আল্লাহ-চেতনা এবং জ্ঞানের চালিকাশক্তি ও সক্ষমতা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এর অর্থ হলো, তার আত্মার (রূহ) বিশেষ পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। সে তখন প্রাণীদের স্তরে নেমে যায়। আল-কুরআন এমন ব্যক্তিদের পশুর মতো বা তার চেয়েও নিম্নতর প্রাণীদের সাথে উল্লেখ করেছে। আল-কুরআনের ভাষায়-

> ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হচ্ছে যারা (হক্ব কথা শুনার ব্যাপারে) বধির এবং (হক্ব কথা বলার ব্যাপারে) বোবা, যারা কিছুই বোঝে না।’ ‘যারা কুফরী করে আল্লাহর নিকট তারাই নিকৃষ্টতম জীব, অতঃপর আর তারা ঈমান আনবে না।’ (৮. সূরা আল-আনফাল: ২২ ও ৫৫)

আল-কুরআনে নাফ্স্ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি জীবন, চেতনা এবং ব্যক্তিত্বের নীতি হিসেবে বিবেচিত। মানব মনস্তত্ত্ব বিষয়ের একজন ছাত্রের জন্য নাফ্সের দুটি দিক বিশেষ আগ্রহের বিষয়। কারণ সেগুলো নৈতিক দ্বন্দ্বের গতিশীলতার (Dynamics) সাথে সম্পর্কিত। প্রথমটি আল-নাফ্স্ আল-আম্মারাহ যা নৈতিক পরিণতি নির্বিশেষে একজন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির জন্য প্ররোচিত করে। দ্বিতীয়টি আন-নাফ্স্ আল-লাওয়ামাহ যা কোন কর্মের নৈতিক দিকগুলোর পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে।

এখানে উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তিনটি শব্দের অন্যান্য অর্থও রয়েছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অর্থ প্রকাশে সেগুলো আন্তঃপরিবর্তনযোগ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু তারা এই গবেষণাপত্রের কেন্দ্রীয় ভাব মানব মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত নয় এ কারণে আমরা সেই অর্থগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিনি।

(৫)

এই বইটির নিবন্ধগুলো ‘মানব মনস্তত্ত্বের কুর‘আনী ধারণা (Concepts)’ এর ওপর একটি সেমিনারে পঠিত গবেষণাপত্রের আলোকে রচিত, যা পাকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ও লাহোর সরকারি কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল। পাকিস্তান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম সম্মেলন উপলক্ষে এই সেমিনারটি ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের ছয়টি প্রবন্ধ এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। এই গবেষণাপত্রগুলো মানব মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

ড. আবসার আহমদের প্রবন্ধটি বেশ বিস্তৃত ক্যানভাস জুড়ে। তিনি দর্শন ও মনোবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানে মানব

চিন্তার ইতিহাসে 'সাইকি' (Psyche) শব্দটির গভীর বিশ্লেষণ দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তারপর তিনি আল-কুরআনের দিকে ফিরে যান এবং দেখান যে, মানুষের অপরিহার্য প্রকৃতির একটি প্রধান আধ্যাত্মিক মাত্রা রয়েছে। মানুষের মন কেবল দমিত ইচ্ছার ভাণ্ডার নয়। বরং এর গভীরে আল্লাহ-চেতনা রয়েছে। তিনি তার যুক্তিগুলোকে আল-কুরআনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন যা আল্লাহর সাথে মানুষের আদিম চুক্তির বর্ণনা দেয়।

মিসেস নওমানা আমজাদ মানব মনস্তত্ত্বের এই বিশ্লেষণটিকে আরও এগিয়ে নেন এবং আল-কুরআনে ব্যবহৃত চারটি শব্দ 'রূহ', 'ক্বলব', 'নাফ্স্' এবং 'আকল' এর পরিপ্রেক্ষিতে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আল-কুরআনে এবং মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসে এই পদগুলোর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন এবং এভাবে আল-গাজালী, শিহাব আল-দীন আল-সোহরাওয়ার্দী, ইবনে সিন্দ এবং মুল্লা সদর দ্বীন আল-সিরাজী এর মতো লোকদের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক মঞ্জুরুল হক ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে 'হৃদয়' (Heart) -এর বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে হৃদয় হলো মানুষের মনস্তত্ত্বের অবস্থানস্থল।

ড. মাহ নাজির রিয়াজ আল-কুরআনে বর্ণিত ব্যক্তি ও সমাজের কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন নীতিগুলোর উপর জোর দিয়েছেন। ঘুরেফিরে এই নীতিগুলোর ভিত্তি আল-কুরআনে উপস্থাপিত মানব মনস্তত্ত্বের ধারণার উপর। এটি মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে স্থান দেয়; যাকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই ধারণাটি মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর মতো বিবেচনা করা থেকে খুবই আলাদা। অন্যান্য ধারণা বলে, মানুষের আগমন নিতান্তই একটি জৈবিক দুর্ঘটনার ফল। এটি মানুষের বিষয়ে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভিন্ন যা সহজাতভাবে মানুষকে মন্দ বিবেচনা করে। তারা বলে, মানুষ শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক চাহিদার পরিতৃপ্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

প্রফেসর আব্দুল হাই আলাভী এবং কাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াসের প্রবন্ধ প্রকৃতিগতভাবে বেশি প্রায়োগিক। প্রফেসর আলাভী মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তিনি তাদের সাথে এমন একটি মডেলের

তুলনা করেন যা তিনি আল-কুরআন থেকে পেয়েছেন। এটি চিন্তার খোরাক হতে পারে।

কাজী শামসুদ্দিন ধর্মের ধারণাটি গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এই ধারণাটি কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে গবেষণার যে অভাব রয়েছে এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে তার কাজটি বেশ কার্যকর। যে কেউ আশা করতে পারে যে, এটি মুসলিম মনস্তত্ত্বের কিছু দিক সম্পর্কে আরো ভালো বোঝার দিকে পরিচালিত করবে।

এই সেমিনারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা লাহোরের সরকারি কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া খুব কমই সফল হতে পারত। এই বিষয়ে আমরা সেমিনারের স্থানীয় সংগঠক মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. আজহার আলী রিজভী এবং তার সহকর্মী ও ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা সেমিনারটিকে সফল করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

এই সেমিনারকে আল-কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য একটি ভালো প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আশা করা যায় যে, অন্যান্য মুসলিম মনোবিজ্ঞানী এবং ইসলামের পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন এবং আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য অবদান রাখবেন।

জাফর আফাক আনসারী

জানুয়ারি ১১, ১৯৯২ ইসলামাবাদ